মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ১৯৯ সংখ্যা	পুরুল্যা	২২ অক্টোবর, ২০২৪, মঙ্গলবার	৫ কার্ত্তিক, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 199 Issue	Purulia	22 October, 2024, Tuesday	5 Kartik, 1431	Price- Rs.3.00	

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শেষ হল জুনিয়র ডাক্তারদের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ মুখ্যসচিব শনিবার জুনিয়ার ডাক্তারদের ইমেল পাঠিয়ে সোমবার অনশন তুলে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে যাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। রবিবার জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে জানানো হয়েছিল, অনশন না তুলেই নবান্নে সোমবার বৈঠকে যোগ দিতে যাবেন তাঁরা। তার আগে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে একটি প্যান জিবিও হয়েছিল। সোমবার বিকেলে নবান্নের বৈঠকে কত জন যেতে পারেন, কারা কারা যেতে পারেন, ১০ দফা দাবি নিয়ে রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের কী কী বক্তব্য হতে পারে, তা নিয়ে ওই জিবিতে আলোচনা হয়েছে। সোমবার নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট আগেই নবান্নে পৌঁছে যান ১৭ জন জুনিয়র ডাক্তার। ৫টার এক মিনিট আগে শুরু হয়ে যায় বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, যাঁকে অপসারণের দাবি তুলেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। যদিও বৈঠকে এই নিয়ে কোনও কথা শুনতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে বৈঠক। অনশন তুলে নিতে বলেন মমতা। যদিও অনশন তোলা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে এখনও কিছু জানানো হয়নি চিকিৎসকদের তরফে। এক চিকিৎসকা জানিয়েছে, অনশন তোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। তাঁরা বৈঠকে বসেছেন। তবু প্রশ্ন থাকছেই, জট কি কাটবে? উঠবে কি অনশন? মঙ্গলবার রাজ্যের সকল চিকিৎসক যে সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন, তা কি শেষ পর্যন্ত হবে? নবান্নের তরফে জানানো হয়েছিল, নবান্নে ৪৫ মিনিট জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলা হবে। আন্দোলনকারী এক মহিলা চিকিৎসক জানালেন, "আন্দোলন আপনার থেকেই শিখেছি।" মমতা জানালেন, তিনি যখন অনশন করেছেন, প্রশাসনের তরফে কেউ আসেননি। মমতা বলেন, "আমার কাছে একটি পরিবার আসার কথা। তাঁদেরও মেয়ে মারা গিয়েছে। আমায় যেতে হবে। আন্দোলন শুরু করলে শেষও করতে হবে। মানবাধিকার কমিশনের দাবিতে ২১ দিন ধর্না করেছিলাম। সিঙ্গুর নিয়ে ২৬ দিন অনশন করেছি। কেউ আসেনি। গোপাল গান্ধী ব্যক্তিগত ভাবে আমায় ভালবাসতেন বলে এসেছিলেন। তোমাদের ভালবাসি। আলোচনায় ফাঁক রাখা হয়নি। মন খুলে কথা বলেছো।" কলেজস্তরে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ এলে কে খতিয়ে দেখবে? অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি নাকি টাস্ক ফোর্স? প্রশ্ন জুনিয়র ডাক্তারদের। স্টেট টাস্ক ফোর্সের মতো কলেজেও কমিটি গড়ার ডাক জুনিয়র ডাক্তারদের।

বুধবার রাজ্যে আসছেন না অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ হঠাৎই এ রাজ্যে পূর্বনির্ধারিত সফর বাতিল করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার কলকাতায় আসার কথা ছিল তাঁর। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে রাজ্য বিজেপির 'সদস্য সংগ্রহ অভিযানের' সূচনা করতেন তিনি। কিন্তু সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, শাহের বঙ্গ-সফর বাতিল করা হচ্ছে। তবে কী কারণে এই সফর বাতিল হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে স্থলভাগে আছড়ে পড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দুর্যোগ চলতে পারে বলে জানানো হয়েছে। রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, এই দুর্যোগ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই আপাতত রাজ্যে আসছেন না শাহ। তবে রাজ্য বিজেপি শাহি সফরকে 'বাতিল' বলতে নারাজ। তাদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর আপাতত স্থগিত রইল মাত্র। বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানের সূচনা করার পাশাপাশি নদিয়ার কল্যাণী এবং হুগলির আরামবাগে দু'টি সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা ছিল শাহের। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, কল্যাণীতে বিএসএফের একটি কর্মসূচিতে এবং আরামবাগে সমবায় মন্ত্রকের একটি কর্মসূচিতে যোগ দিতেন তিনি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ওই দুই কর্মসূচিই বাতিল করা হচ্ছে। শমীক জানিয়েছিলেন, বাংলায় পুজোর পরে কর্মসূচিতে জোর দেওয়া হবে।

দেশে একের পর এক উড়ানে বোমাতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ গত এক সপ্তাহে অন্তত ১০০টি বিমানে বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে। বোমা রাখার হুমকিতে আতঙ্কিত হয়েছেন যাত্রীরাও। এই পরিস্থিতিতে আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক। সোমবার কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রামমোহন নায়ডু জানালেন, বিমানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনে বদল আনতে চলেছে কেন্দ্র। এই ধরনের হুমকিবার্তা পাঠানোয় যাঁরা অভিযুক্ত, তাঁদের জন্য কঠোর পদক্ষেপের সংস্থান থাকবে নতুন আইনে। এমনকি মন্ত্রী এ-ও জানিয়েছেন যে, এই ঘটনায় মূল চক্রীদের বিমানে ওঠার ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জানান, বিমানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ১৯৮২ সালের আইনে বদল আনার জন্য আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করব না। যদিও অধিকাংশই ভুয়ো হুমকি, তবুও আমরা বিষয়টি আমরা হালকা ভাবে নিচ্ছি না। এই হুমকিকাণ্ডের তদন্ত দ্রুত শেষ করতে আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে কাজ করছি। যাত্রীদের সুরক্ষাই আমাদের কাছে অগ্রাধিকার পাবে।" গত এক সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন বিমান সংস্থাগুলিতে হুমকিবার্তা পাঠানো হচ্ছে। ছ'দিনে বোমাতঙ্কের ঘটনা ঘটেছে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, ইন্ডিগো, স্পাইসজেট, আকাসা এয়ারলাইন্সের একের পর এক দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিমানে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে চিঠি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অ্যাজ়মা, গ্লকোমা, থ্যালাসেমিয়া, যক্ষ্মা ও মানসিক অসুস্থতার ওষুধ-সহ আটটি অবশ্য প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম অন্তত ৫০ শতাংশ বা তারও বেশি বৃদ্ধিতে অনুমোদন দিল কেন্দ্র। এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, হঠাৎ ওষুধের দাম এত বৃদ্ধি পেলে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের পরিজনেরা অসুবিধার মুখে পড়বেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে জীবনদায়ী ওষুধের দামবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের কাছেও বড় ধাক্কা বলে চিঠিতে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন মমতা। তিনি লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য, যারা রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে থাকে, ওষুধের দামবৃদ্ধির ফলে তাদের উপরেও সার্বিক ভাবে আর্থিক বোঝা বাড়বে।"

একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, "আমি আশাবাদী, আপনি একমত হবেন যে, এর ফলে রাজ্যগুলিতে তো বটেই, গোটা দেশে সুলভে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে।" চিঠির শেষে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "আমার আর্জি আপনার দফতর জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রককে এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার নির্দেশ দিক। প্রসঙ্গত, ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি বা এনপিপিএ ওই ওষুধগুলির দামবৃদ্ধিতে সবুজ সঙ্কেত দিয়ে জানায়, খরচ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় ওষুধগুলি তৈরিতে সমস্যা হচ্ছিল। ওই আটটি ওষুধ যাতে বাজারে সব সময় পাওয়া যায়, সেই বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই দাম বাড়ানো হয়েছে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একাংশ তখন দাবি করেছিলেন, এ ভাবে এক ধাক্কায় ৫০ শতাংশ দাম বাড়িয়ে দেওয়ায় মানুষের অসুবিধাই হবে।

উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের পর মুখ্যমন্ত্রী বিমায় জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে চিঠি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে। সেই চিঠি দেওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই তা কার্যকর করার ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র। এ বার ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মোদীকে চিঠি দিলেন মমতা।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

বাড়ছে ভারতের প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ বৈশ্বিক নানা সংকটের মধ্যেও ভারতের প্রকৌশল খাত ভালো করছে। রপ্তানি বাড়ছে। মূলত রাশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও বিস্ময়করভাবে চীন ভারতের প্রকৌশল পণ্য কিনছে। তাদের বদৌলতে দেশটির প্রকৌশল খাতের এই বাড়বাড়ন্ত। চলতি বছরের এপ্রিল-আগস্ট সময়ে ভারতের প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি গত বছরের একই সময়ে তুলনায় ৪ দশমিক ২২ শতাংশ বেড়েছে। এ সময় ভারতের প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি হয়েছে মোট ৪৬ দশমিক ১১ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ৬১১ কোটি ডলারের; আগের বছরের একই সময় যা ছিল ৪৪ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন বা ৪ হাজার ৪৫৩ কোটি ডলারের। ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল (ইইপিসি) এ তথ্য দিয়েছে। ভারতের প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে রাশিয়ার বিশেষ ভূমিকা আছে। ভারত এই সময়ে অর্থাৎ এপ্রিল–আগস্ট সময়ে যত প্রকৌশল পণ্য রপ্তানি করেছে, তার ৪০ শতাংশ কিনেছে রাশিয়া। প্রথমত, রুপি-রুবল বাণিজ্যের যে বন্দোবস্ত দেশ দুটি করেছে, তার আলোকে রাশিয়া ভারত থেকে কিছু পণ্য বাড়তি কিনছে। দ্বিতীয়ত, ভূরাজনৈতিক কারণে পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় তাদের হাতে বিকল্প আর নেই; সে জন্য তারা ভারত থেকে এসব পণ্য কেনা বৃদ্ধি করেছে। তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, চীন ভারত থেকে প্রকৌশল পণ্য কেনা বাড়িয়েছে, যদিও তাদের অর্থনীতির গতি কমে গেছে। এর মধ্যেও চলতি বছরের এপ্রিল-আগস্ট সময়ে ভারত থেকে চীনের প্রকৌশল পণ্য কেনা বেড়েছে ১১ দশমিক ৩ শতাংশ; অর্থ মূল্যে তা এক বিলিয়ন বা ১০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ইইপিসির চেয়ারম্যান অরুণ কুমার গারোদিয়া বিজনেস লাইনকে বলেন, চীন মূলত ভারতের কাছ থেকে অ্যালুমিনিয়াম পণ্য, বৈদ্যুতিক যন্ত্র ও গাড়ির সরঞ্জাম কিনছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সহযোগিতার সম্পর্ক বাড়ছে। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে ভারতের কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিকস অ্যাগ্রিমেন্ট বা সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তি সই হয়, তার আলোকে চলতি বছরের এপ্রিল-আগস্ট সময়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত ভারতের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে প্রকৌশল পণ্য কিনেছে; আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় যা ৪৪ শতাংশ বেশি। সৌদি আরবের সঙ্গেও ভারতের মুক্তবাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে; এই বাস্তবতায় তারাও ভারতের কাছে থেকে আমদানি বাড়িয়েছে। দুটি দেশ ভারতের কাছে থেকে বিপুল পরিমাণে মোটরগাড়ি কিনছে।

চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ কেন্দ্রীয় সরকার বাসমতী ভিন্ন সাদা চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। আজ সোমবার এই বিষয়ে নির্দেশনা জারি করে বলা হয়েছে, এই নির্দেশনা অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে চালের সরবরাহ নিশ্চিত ও দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দেয়। এরপর ১৪ মাস পর তারা সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল। সরকারের এই সিদ্ধান্তে ভারতের চাল রপ্তানিকারকেরা সন্তুষ্ট হয়েছেন। এই সিদ্ধান্তকে তাঁরা চালের বাজারের জন্য 'গেম চেঞ্জার' বা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। চাল রপ্তানিকারক সংগঠন রাইস ভিলার প্রধান নির্বাহী সুরজ আগরওয়াল বলেন, এই কৌশলগত সিদ্ধান্তে যে শুধু রপ্তানিকারকদের আয় বাড়বে তা নয়, বরং কৃষকেরাও উপকৃত হবেন। খারিফ শস্য (বর্ষাকালীন) বাজারে আসছে; এই সিদ্ধান্তের বদৌলতে কৃষকেরা ভালো দাম পাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সরকারি নোটিশে আরও বলা হয়েছে, সিদ্ধ চালের রপ্তানি শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছে। ভারত যে চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারে, তার ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছিল। গত আগস্ট মাসের শুরুতে ভারত সরকারের শীর্ষ গবেষণাপ্রতিষ্ঠান নীতি আয়োগের সদস্য রমেশ চাঁদ বলেন, এবার ধানের আবাদ বেড়েছে, মজুতও আছে পর্যাপ্ত। চাল রপ্তানি হলেও ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কা নেই। এদিকে চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের অনুরোধে ভারত চাল রপ্তানি করেছে। এ বছর ভারত মালদ্বীপে চাল রপ্তানি করেছে এক লাখ ২৪ হাজার ২১৮ মেট্রিক টন, মরিশাসে রপ্তানি করেছে ১৪ হাজার মেট্রিক টন, মালাওয়েতে এক হাজার মেট্রিক টন, জিম্বাবুয়েতে এক হাজার মেট্রিক টন ও নামিবিয়ায় করেছে এক হাজার মেট্রিক টন। গত বছর ভারতের চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞার সমালোচনা করেছিল যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ও কানাডা। দেশগুলো ভারতের ওই সিদ্ধান্তকে অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য বাধা হিসেবে উল্লেখ করে বলে, এতে চাহিদা আছে, এমন অঞ্চলে খাদ্যের প্রভাব বাধাগ্রস্ত হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) কৃষি কমিটির এক সভায় জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, ইইউ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশ বৈশ্বিক খাদ্য বাজারে এই নিষেধাজ্ঞার প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। তার কারণ, ভারত বিশ্বের বৃহত্তম চাল রপ্তানিকারক দেশ; বিশ্বের ৪০ শতাংশ চাল রপ্তানি করে তারা। ভারত চাল রপ্তানি না করলে বিশ্ববাজারে প্রভাব পড়ে। এবার ভালো বৃষ্টিপাত হয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় গড় বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশিই বৃষ্টি হয়েছে। ফলে চালের উৎপাদন বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। আর সে কারণে বিভিন্ন রাজ্যে ধানের গোলা উপচে পড়বে বলেও প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। বিশ্বের চালের বাজারে ভারত গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। ফলে ভারতের সিদ্ধান্ত রপ্তানির বাজারে বড় ধরনের প্রভাব রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। ২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে যত চাল রপ্তানি হয়েছিল, তার ৪০ শতাংশই এসেছিল ভারত থেকে। সেই হিসেবে ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চাল রপ্তানিকারক দেশ। ওই বছর বিশ্বের রপ্তানি বাজারে ৫ কোটি ৫৪ লাখ টন চাল কেনাবেচা হয়েছিল।

সোনা (১০গ্রাম): ৭৭১৬৪
রূপা (১ কেজি) : ৯২১২২
ডলার (ইউ এস): ৮৪.০৭

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৮১১৫১.২৭
নিফটি—	২৪৭৮১.১০
ন্যাসডাক—	১৮৫৪৩.১০
এ.সি.সি—	২৩০১.০০
ভারতী টেলি—	১৬৮৮.০০
ভেল—	২৪৭.৬৫
এল এন্ড টি—	৫২৫৮.০০
টাটা মোটর্স—	৯০৩.১৫
টি.সি.এস.—	৪০৭৮.৩০
টাটা স্টিল—	১৫৫.০০
ডাবর—	৫৬৮.২৫
গোদরেজ—	১০১৬.৫০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৭২৮.৮০
আই.টি.সি.—	৪৮৩.৬৫
ও.এন.জি.সি.—	২৭৬.৭০
সিপলা —	১৫২১.৭৫
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৭১১.১৫
এইচ.সি.এল.টেক—	১৮৪২.৫০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১২৫৭.০০
সেল—	১২৬.৪০
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮১৪.১৫
সিমেন্স—	৭৪৮৪.৬০
ফাইজার—	৫৫৮৬.৯৫
ইউনিটেক—	১০.৪০
উইপ্রো—	৫৪৭.৮৫
ডা. রেড্ডি–	৬৬৯০.০০
মারুতি—	১২১৫৮.৬০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১১৯০.৫৫
টি সি আই —	১০৪০.৫৫
মহানগর টেলি —	৫০.৪৪
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	১৫৮.০৫
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ২২ অক্টোবর

১৮০৬

টমাস সেরাটনের মৃত্যু। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ ডিজাইনার। বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ডিজাইন করার জন্য তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউরোপের অন্য দেশেও তাঁকে আসবাবপত্রের বিভিন্ন ডিজাইনের জন্য ডেকে নিয়ে যাওয়া হত। তার আগে অবশ্য আসবাবপত্রের ডিজাইনার হিসেবে চিপান্ডেল ছিলেন বেশি খ্যাতিমান। কিন্তু সেরাটন এই ক্ষেত্রে আসার পর চিপেন্ডেলের খ্যাতি অনেকটাই চাপা পড়ে যায়। সেরাটনের জন্ম হয়েছিল ১৭৫১ সালে।

১৮১১

ফ্রাঞ্জ লিসজৎ-এর জন্ম। তিনি ছিলেন পূর্ব ইউরোপের এক বিশিষ্ট সঙ্গীতকার। তাঁর জন্ম হয়েছিল হাঙ্গেরিতে। ছোটবেলা থেকেই পিয়ানোবাদক হিসেবে তিনি প্রশংসা পেয়েছিলেন। অবশ্য বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরকার হিসেবে নিজের প্রতিভার পরিচয় দেন। তাঁর রচিত বহু সুর এখনও ইউরোপের বহু জায়গায় আদৃত হয়ে থাকে।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২ /৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৬০৭১

১	২	৩	■	৪			৫
৬			■		■	■	
	■		■	৭			
■	■	৮		■	■	■	
৯	■	■	■	১০	১১	■	■
১২			১৩	■		■	১৪
	■	■		■	১৫	১৬	
১৭				■	১৮		

পাশাপাশি ঃ-১) কনা ৪) চারিপাশের ৬) পুত্র ৭) — বক মামা ফুল দিয়ে যা ৮) এটা ছাড়া সবই মিছা ১০) অটবি ১২) উদ্দেশ্য ১৫) পদ্মফুল ১৭) নব দম্পতি ১৮) অঙ্গীকার।

উপরনীচ ঃ- ১) কাঞ্চন ২) ঘুম ৩) বেহায়া মানুষ ৪) আশ্চর্য্য ৫) হরকিসিম ৯) প্রেমের দেবতা ১১) নৃত্য ভঙ্গিমায় শিব ১৩) কথায় ১৪) বন্যা ১৬) ওল্টালে বেটিং।

উত্তর - ৬০৭০

পাশাপাশি ঃ- ২) সরপঞ্জ ৫) তলব ৭) সতা ৮) রবি ৯) মালাবদল ১১) পাতা ১২) রন ১৩) দাগ ১৪) রুখা ১৬) আবালবৃদ্ধ ১৮) সখি ১৯) নাড়ু ২০) আনন্দ ২১) সৎকার।

উপরনীচ ঃ-১) সতরঞ্জ ২) সব ৩) পয়লা ৪) বেতাল ৬) লবি ৭) সদন ৯) তামা ১০) বরখা ১৩) দাবাড়ু ১৪) রুদ্ধ ১৫) লখীন্দর ১৬) আনাড়ী ১৭) বৃহৎ ১৮) সন ২০) আর।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

৫ কার্ত্তিক, ভাঃ ৩০ আশ্বিন **২২ অক্টোবর** ৫ কাতি, সংবৎ ৫ কার্ত্তিক বদি, ১৮ রবি সানি। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪১, সূর্য্যাস্ত ঘ ৫।৩। **মঙ্গলবার,** পঞ্চমী দিবা ঘণ্ড ৭।৩৪ মিঃ। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ঘ ১১।৩৬ মিঃ। পরিঘযোগ দিবা ঘ ৩।৩ মিঃ। তৈতিলকরণ, দিবা ঘ ৭।৩৪ গতে গরকরণ, রাত্রি ঘ ৭।৫ গতে বণিজকরণ। **জন্মে**– মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ঘ ১১।৩৬ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। **মৃতে**- একপাদদোষ। **যোগিনী**- দক্ষিণে, দিবা ঘ ৭।৩৪ গতে পশ্চিমে। **বারবেলাদি**— ঘ ৭।৬ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।১৩ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ৬।৩৮ গতে ৮।১৩ মধ্যে। **যাত্রা**- শুভ উত্তরে নিষেধ।, দিবা ঘ ৭।৩৪ গতে যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**- নাই। **বিবিধ**-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন।

আপনার ভাগ্য

মেষ-শত্রুবৃদ্ধি। **বৃষ**-সর্পভয়। **মিথুন**- ধননাশ। **কর্কট**- বিদ্যায় সাফল্য। **সিংহ**- মামলায় জড়িত। **কন্যা**- পাওনা আদায়। **তুলা**-দন্তরোগে কষ্ট। **বৃশ্চিক**-সুনামহানি। **ধনু**-সুখসম্ভোগ। **মকর**-চৌর্যভয়। **কুম্ভ**-সাধুসঙ্গ। **মীন**-পতনাশঙ্কা।

আগামীকাল

মেষ-সদানন্দ। **বৃষ**- উৎকণ্ঠা। **মিথুন**- অধিক পরিশ্রম। **কর্কট**-রাজনৈতিক বিবাদ। **সিংহ**- গৃহে অশান্তি। **কন্যা**-চাকুরীর সুযোগ। **তুলা**-নীচসংসর্গ। **বৃশ্চিক**-রোগমুক্তি। **ধনু**-কর্ম্মে বিভ্রাট। **মকর**-দ্রব্য ক্ষতি। **কুম্ভ**- বাড়তি লাভ। **মীন**-বিদ্যানুরাগ।

নুরুলের ইস্তফার চিঠি প্রসঙ্গে জেলা সভাপতি পদ ছাড়ার ইঙ্গিত অনুব্রতর

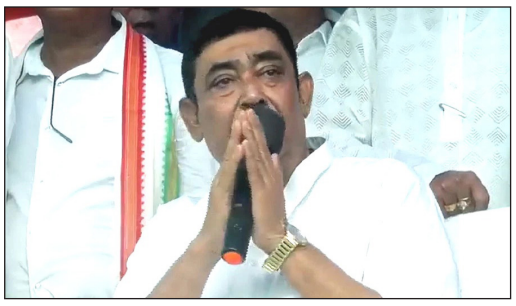

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২১ অক্টোবরঃ তৃণমূলের জেলা সভাপতি পদ ছাড়ার ইঙ্গিত দিলেন অনুব্রত মণ্ডল। তবে এখনই দায়িত্ব ছাড়ছেন না তিনি। ২০২৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন করে বীরভূমের জেলা সভাপতির দায়িত্ব ছাড়বেন। সোমবার সিউড়ির ২ ব্লকের পুরন্দরপুরের মাঠে বান্ধব সমিতির সভা থেকে একথা জানালেন 'কেষ্ট' নিজেই। সিউড়ি ২ ব্লক থেকে সাধারণত নিজের সমস্ত রাজনৈতিক যাত্রা, সভা শুরু করেন অনুব্রত মণ্ডল। এবার সেই রীতি ভেঙে তিহাড় জেল থেকে ফিরে প্রথম সভা করেন মুরারইয়ে। সিউড়ি ২ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি নুরুল ইসলাম আবার অনুব্রতর কাছের বন্ধু। দুজনে প্রায় একসঙ্গেই রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন। একসঙ্গে আন্দোলন করেছেন তাঁরা। জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ পদেও রয়েছেন নুরুল ইসলাম। তিনি ব্লক সভাপতির পদ ছাড়তে চেয়ে চিঠি দিয়েছেন দলীয় শীর্ষ নেতৃত্বকে। এদিন তা নিয়ে মুখ খোলেন অনুব্রত। কেষ্ট মণ্ডলের কথায়, "বন্ধু নুরুল, ২০২৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে বসিয়ে জেলা সভাপতি পদ থেকে আমি সরে দাঁড়াব। তখন তুমিও ব্লক সভাপতি পদ ছেড়ে দিও।" তাঁর এহেন মন্তব্য ঘিরে তীব্র জল্পনা ছড়িয়েছে জেলা রাজনীতিতে। প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যে অনুব্রত-হীন বীরভূমে নির্বাচনে তৃণমূলের ফলাফল ভালোই হয়েছে। এবার জেলা সভাপতি নিজে ফিরেছেন ফের সংগঠনের হাল ধরতে।

থানা থেকে অদূরে দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২১ অক্টোবরঃ থানা থেকে অদূরে ক্যানেল থেকে দেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল ডেবরায়। জানা গিয়েছে, সোমবার ভোরে ডেবরা থানা থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে বালিচক লকগেট এলাকায় খালের জলে এক ব্যক্তির দেহ ভাসতে দেখা যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম শক্তিপদ সিট (৩৪)। তাঁর বাড়ি নারায়নগড় থানার রাজপুর এলাকায়। তবে, তিনি ডেবরা এলাকায় তাঁর শ্বশুরবাড়িতেই পরিবার নিয়ে থাকতেন। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারাই দেহটি ভেসে থাকতে দেখেন। তাঁরাই থানায় খবর দেয়। পরে পুলিশ গিয়ে ক্যানেল থেকে দেহ উদ্ধার করে। দুর্ঘটনা নাকি খুন, তা খতিয়ে দেখছে ডেবরা থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

মদ্যপানের পর জলে পড়ে মৃত্যু, মদ-জুয়ার ঠেকে ভাঙচুর গ্রামবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ অক্টোবরঃ তৃণমূল নেতার মদতে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে মদ ও জুয়ার আসর। মদ খেয়ে জলে পড়ে মৃত্যু ব্যক্তির। অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ভূপতিনগরে। এলাকায় পুলিশ। ভগবানপুর ২ব্লকের ভূপতিনগরের বাসুদেববেড়িয়া এলাকায় গ্রামে অবৈধ মদ এবং জুয়ার ঠেকে ভাঙচুর ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। গ্রামবাসীরা অবৈধ ঠেকে ভাঙচুর করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৯ তারিখ রাতে ওই জায়গায় মুক্তিপদ বারিক নামে একজন ব্যক্তি মদ খেতে যায় । পরে সারারাত নিখোঁজ থাকেন তিনি। পরের দিন সকালে একটি পুকুরে তাঁর দেহ ভাসতে দেখা যায়। এলাকার বাসিন্দা মুক্তিপদ বারিকের মৃতদেহ দেখে ক্ষেপে ওঠেন। বেআইনি মদের ঠেক ও জুয়ার আসরের উপরে ক্ষোভ আছড়ে পড়ে। ওই গ্রামেরই বাসিন্দা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অম্বিকেশ মান্না-সহ তার দলবলের নেতৃত্বে এই অবৈধ ব্যবসা দিনের পর দিন চলতো বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। ওই ব্যবসায়ীর নাম সোনা বারিক। এই ব্যবসায়ীর দোকান ভাঙতে গেলে অম্বিকেশ বাহিনী বাধা দেয়, তারপরই গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়ে। তারা পিছু হটতে হাঁটতে বাধ্য হন। পরে ভূপতিনগর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গ্রামে এখনও পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

ফের ধসের ঘটনায় ছড়াল আতঙ্ক, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২১ অক্টোবরঃ ফের ধসের ঘটনায় ছড়াল আতঙ্ক। ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম বর্ধমান জেলার অন্ডাল থানার অন্তর্গত পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার অধীন কাজোরা এলাকার জামবাদ মোড়ে। স্থানীয়দের অভিযোগ চলতি মাসেই কয়েকদিন আগেই এলাকায় এভাবে ধসের ঘটনা ঘটেছিল। ধসের কারণে বিশাল গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল এলাকায়। তবে সেখান থেকে কোনও বিশেষ পদক্ষেপ করেনি কর্তৃপক্ষ। ইসিএল আধিকারিকরা ধসের গর্ত মাটি ভরাট দেয়। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি বারবার এলাকায় এভাবে ধসের ঘটনা ঘটলেও ইসিএল কর্তৃপক্ষ এলাকাবাসীদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করছে না।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বহুলা পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য কৃষ্ণা ভূঁইয়া। তিনি অভিযোগ করেন বারবার ইসিএল কর্তৃপক্ষকে পুনর্বাসনের দাবি জানিয়ে আসছে স্থানীয়রা কিন্তু ইসিএল এ ব্যাপারে উদাসীন। তিনি জানান কয়েক বছর আগে এই এলাকায় ধসের কারণেই একটা আস্ত বাড়ি সহ এক মহিলা তলিয়ে যায় মাটির তলায়। বেশ কয়েকদিন পর মাটির তলা থেকে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পাশাপাশি তিনি ইসিএল আধিকারিকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি পুরনো দিনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় তাহলে স্থানীয় বাসিন্দারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন ইসিএল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

বালি চাপা মহিলার দেহ উদ্ধারে বাসের টিকিটের সূত্র ধরেই চাঞ্চল্যকর তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুল্যা, ২১ অক্টোবরঃ পুরুল্যার বরাবাজারে কুমারী নদীর চর থেকে বালি চাপা অবস্থায় উদ্ধার হওয়া মহিলার বিষয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেল। তদন্তে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে পুরুল্যা শহরের বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে পুরুল্যা-মানবাজার রুটের মা দুর্গা বাসে টিকিট কেটে উঠে বসেন। ৬০ টাকা দিয়ে দুয়ারসিনি যাওয়ায় জন্য টিকিট কাটে, তার জন্য ১৮ নম্বর সিটটি বরাদ্দ করা হয়। দুয়ারসিনি পর্যন্ত টিকিট কাটলেও মহিলা বরাবাজার থানার সিন্দরী বাস ষ্ট্যান্ড ঢোকার আগেই ফতেপুর গ্রামের আগেই বাস থেকে নেমে পড়েন বলে জানা গিয়েছে। বিকাল ৩টা ৪০মিনিটে বাস পুরুল্যা বাস ষ্ট্যান্ড থেকে ছাড়ে এবং সিন্দরী বাস ষ্ট্যান্ড ঢোকার আগেই যখন মহিলা বাস থেকে নামে তখন সময় প্রায় সাড়ে ৬টা।

দেহ উদ্ধার করার সময় পুলিশ বাসের একটি টিকিট উদ্ধার করে। সেই টিকিটের সূত্র ধরেই মা দুর্গা বাসের কর্মীদের ইতিমধ্যেই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। যেহেতু মহিলার টিকিট কাটা ছিল দুয়ারসিনি পর্যন্ত, সেখান না গিয়ে আগেই কেন নেমে পড়েন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ওই মহিলা বাসের কন্ডাক্টরকে জানিয়েছিলেন, তাঁর দাদা সেখানে অপেক্ষা করছে। যদিও পুলিশ কন্ডাক্টরের কাছ থেকে জানতে পারেন, সেখানে কাউকে সেদিন দেখতে পাননি। কিন্তু পুলিশ মনে করছে, ওই এলাকাতেই মহিলার জন্য কেউ বা কারা অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরাই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ।

৫ দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও এই খুনের কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। পুরুল্যা শহরের বাস ষ্ট্যান্ড থেকে মহিলা বাসে উঠলেও, প্রশ্ন মহিলার বাড়ি পুরুল্যা জেলার মধ্যে পড়ে, না পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ডে? পুলিশ বলছে, যেভাবে দেহ বালি চাপা দেওয়া অবস্থায় ছিল, সেটা করা কারোর এক জনের পক্ষে সম্ভব নয়। এই এলাকা নির্জন হওয়ার তথ্য স্থানীয় লোকজন ছাড়া বাইরের লোকের পক্ষেও জানা সম্ভব নয়। তাই মনে করা হচ্ছে এই ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় কেউ জড়িত থাকতে পারে।

স্বামীর সামনেই মহিলাকে হেনস্থা, প্রতিবাদ করায় পিষে দিল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ২১ অক্টোবরঃ ওষুধ দোকান বন্ধ করে মধ্যরাতে ফিরছিলেন দম্পতি। স্বামী বাইক চালাচ্ছিলেন, স্ত্রী পিছনে বসেছিলেন। কোনওভাবে তাঁর চশমা খুলে নীচে পড়ে যায়। বাইক দাঁড় করিয়ে স্ত্রী চশমাটি তুলতে গেলে সে সময়ে পিছনে থাকা একটা ছোট ম্যাটাডোরের গাড়িচালকের সঙ্গে বচসা হয় দম্পতির। অভিযোগ, ওই গাড়িচালক তাঁদেরকে গালিগালাজ করতে থাকেন। ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়ায় আরেকটি ছোট ম্যাটাডোর। সেই গাড়ির চালক ব্যবসায়ীকে মারধর করতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ীর স্ত্রীকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ী তাঁর পরিচিত কয়েকজন ফোন করার চেষ্টা করেন, সে সময়ের ফাঁকে চলে যায় ছোট ম্যাটাডোরটি। অভিযোগ, কিছুক্ষণের মধ্যে হেডলাইন নিভিয়ে এসে কিছু বুঝে ওঠার আগেই তন্দ্রাকে পিষে দিয়ে চলে যান ওই গাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তন্দ্রা বিশ্বাসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ভয়ঙ্কর অভিযোগ ঘিরে শোরগোল নদিয়ার রানাঘাট কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে। জানা গিয়েছে, মৃতার নাম তন্দ্রা বিশ্বাস (৩২)। স্বামী সুজন বিশ্বাস নদিয়ার তাহেরপুর থানার শ্যামনগর কামগাছি এলাকার বাসিন্দা। ব্যবসায়ীর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে তাঁর স্ত্রীকে খুন করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে একটি খুনের মামলা রুজু করে তাহেরপুর থানার পুলিশ। এরপর তদন্তে নেমে ঘাতক গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ। রাতেই ওই ঘাতক গাড়ি চালক বিপুল মুস্তাফিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই মহিলার মৃতদেহ নদিয়ার কৃষ্ণনগরে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ওই দম্পতির ৯ বছরের এক ছেলেও রয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় শোকস্তব্ধ সে।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

রেওড়ির রাজনীতি সবাই করে

দেশের মানুষ অনেক কিছুই মনে রাখতে পারেন না। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতার যখন ভাষণ দেন কি ভাষণ দিচ্ছেন তা তারা নিজেরাই জানেন না। যেমন ভাষণ লেখা থাকে সেটাই দেখে দেখে বলতে থাকেন। বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলেও সেই বিষয়ে অন্যের লেখা দেখে তা মানুষের কাছে বলতে গেলেও কিছুটা যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। অধিকাংশ নেতার মধ্যে তা নেই। বিশেষ করে যে দলটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ বলে দাবী করে সেই দলের প্রায় ৯০ শতাংশ অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত। যারা ভাষণ দেন আর যারা ভাষণ লিখে দেন উভয়ের মধ্যে তাল মেল থাকে না। যদি থাকত তাহলে তারা এমন কিছু বলতেন না যা সত্য নয়, এমনকি সর্বৈব মিথ্যা। যেমন ধরা যাক প্রধানমন্ত্রী একসময় বললেন স্বামী গোরখনাথ, গুরু নানক দেব ও সন্ত কবীর একসাথে বসে মন্ত্রণা করতেন। ভাষণ যিনি লিখেছিলেন তার জানা নেই এরা তিনজন আলাদা আলাদা সময়ের। একসাথে মন্ত্রণা করা সম্ভব ছিল না। যেমন ধরুন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আকাশে মেঘ থাকলে রাডারে প্লেনের আনাগোনা ধরা পড়বে না। এরকম হাজারো বিষয় রয়েছে। তেমনি কোন এক পুচকে নেতা বলছেন মাতঙ্গিনী হাজরা বর্ণপরিচয় বইটি লিখেছেন। আবার এক নেত্রী বলছেন মহাত্মা গান্ধীকে ফলের রস খাইয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অনশন ভাঙিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তার সাত বছর আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে। রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা মনে করেন তারা যা বলেন তাই বেদবাক্য। এসব ভুল ভাল বক্তব্য রাখার সময় মঞ্চে বিশাল বিশাল মাথাওয়ালা শিক্ষিত লোকেরাও থাকেন তাদেরও ক্ষমতা নেই নেতা-নেত্রীকে ভুল ধরিয়ে দেওয়ার। অন্য দিকে দিল্লীতে আম আদমি পার্টির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়াল ক্ষমতায় এসে বিনা পয়সায় শিক্ষা, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পরিষেবা, কম পয়সায় বিদ্যুৎ, মহিলাদের বাস যাত্রায় ফ্রি ইত্যাদি নানান সুবিধা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন জনসভায় এই সুবিধা দেওয়াকে রেওড়ি কালচার বলে কটাক্ষ করেছেন। অথচ সেই প্রধানমন্ত্রী কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচনে ওই রেওড়ি কালচার চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন। তার জের চলে আসছে উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, কর্ণাটক ইত্যাদি বিজেপি শাসিত রাজ্যে। পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জী নানা ধরণের যোজনা চালু করেছেন মানুষের জন্য। এখানে পুরোহিত, মোয়াজ্জেম, ইমাম, বৃদ্ধ মানুষ, বিধবা মহিলা ইত্যাদি সবার জন্য প্রকল্প চালু করেছেন। বঙ্গ বিজেপির নেতারা এগুলোকে ভিক্ষার দান বলছেন। তারই পেছন পেছন একই সুরে সিপিএমরাও ভিক্ষার দান বলেই অভিহিত করছেন। নিজেরা করলে সেটা রেওড়ি কালচার নয়, অন্য দলের করা চলবে না। জনগণের টাকা জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়া রেওড়ি কালচার নয়।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

মানুষের কর্তব্য

এখন সেই সব প্রধান সাধনের কথা সংক্ষেপে জেনে নিতে হবে যার দ্বারা আত্মোন্নতির খুব সহায়তা হয় এবং যেগুলি কর্তব্যের প্রধান অঙ্গ।

(১) সৎ পুরুষদের সঙ্গ এবং সৎ শাস্ত্রের অধ্যয়ন করে তদনুসারে উত্তর আচরণ এবং উপদেশ গ্রহণ এবং অনুসরণ করা।

(২) ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা। পরমাত্মার প্রতি বিশ্বাস যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকবে দোষগুলিও তেমনই নিজে থেকে নষ্ট হতে থাকবে। সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের প্রতি যত বেশি বিশ্বাস জন্মাবে আত্মাও তত উন্নত হবে। যেমন সূর্য উদিত হওয়ার আগে তার আভাসে অন্ধকার দূর হতে থাকে তেমনই পরমাত্মার শরণ নেওয়ার আগে তাঁর প্রতি বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাপ নষ্ট হতে থাকে। সর্বদা এবং সর্বত্র ঈশ্বর অবস্থিত এই বিশ্বাস হয়ে গেলে মানুষ কখনও কোথাও পাপ করতে পারে না।

(৩) ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে নিষ্কাম এবং আন্তরিকভাবে নিরন্তর তাঁর নাম জপ করা। যার কাছে যে নাম প্রিয় তার কাছে সেই নামই মঙ্গলপ্রদ। যার যে নাম থেকে শুভ লাভ হয়েছে তিনি সেই নামেরই গুণ গান করেছেন। এ থেকে এমন ভুল করা উচিত নয় যে অমুক নাম বড় এবং অমুক নাম ছোট। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে পরমাত্মার সকল নামই সমান প্রভাবশালী।

ক্রমশ...

পদ্মপত্রে বসবাস

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর মানুষের পদ্মপত্রে বসবাস হয়েছে এখন। জল টলমল পদ্মপত্র থেকে পিছলে জলে পড়ে মৃত্যুর যখন-তখন সম্ভাবনা থাকছে। জীবনের নিরাপত্তা নেই। মোমবাতির শিখা যেমন ফুঁয়ে নিভে যায়, তেমনি মানুষের জীবনশিখা অশান্ত বাতাসে নিভে যাচ্ছে। পৃথিবী জুড়ে দৌরাত্মপনা বেড়েই চলেছে। এর মধ্যেই পৃথিবীর দেশে দেশে উদযাপিত হচ্ছে উৎসব। একদিকে কান্নার রোল। অপরদিকে উৎসবের আনন্দধ্বনি। বিশ্বের পালক ভগবান শিব একদিন কালকূট বিষ খেতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দেবী ভবানী তা থেকে ভগবান শিবকে নিবৃত্ত করেননি। বর্তমান সময়ে কালকূট বিষ পান করবার প্রবৃত্তি কোনো দেবতা বা মনুষ্যের নেই। মা ভবানী সে-ও এখন বড্ড দুর্বল। লম্পট বিত্তবানদের ভাঁড়ে মা ভবানী কবেই ঢুকে গিয়েছেন। বিশ্বের পরমজ্যোতি রূপকে ধ্বংস করে চলেছে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ। পৃথিবী জুড়ে এখন বৃশ্চিক, সর্প এবং নানাপ্রকার বিষধর সর্পতূল্য রাষ্ট্রপ্রধানদের শাসন চলছে। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ চলছে। হিংসা উত্তরোত্তর বাড়ছে। রাষ্ট্রসংঘ

ছোটোখাটো দেশগুলোর আবেদনমতো নিরাপত্তা অনুমোদন করছে। রাষ্ট্রসংঘের এই নিরাপত্তা প্রদান ভারতের বৃটিশ আমলের চৌকিদারী প্রথার মতো হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ রাজধানীগুলোতে জরুরি বৈঠক, রাষ্ট্রসংঘের বৈঠক, ইউরোপিয়ান-ইউনিয়নের বৈঠক ইত্যাদি কতধরণের বৈঠক হচ্ছে। কিন্তু পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ থামার নাম নেই। যুদ্ধবিরোধীদের কারাদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। গত ২০২৩ সালে অক্টোবর মাসের ৫ তারিখে রাশিয়ার প্রোথিতযশা সাংবাদিক মেরিনা ওভসিয়ানিকোভারকে যুদ্ধের বিরোধ করবার অপরাধে রাশিয়া কারাদণ্ড দেয়। পৃথিবীর খুব কম খবরের মাধ্যমে এই খবর করা হয়েছিল। বাকি সবাই চুপচাপ হয়ে ছিলেন। বন্দুকের নলের ভয়ে এখন প্রতিবাদ ঝিম্ মেরে গিয়েছে। গত বছর অক্টোবরের ৬ তারিখ ইজরায়েল আক্রমণ করেছিলেন হামাস। বর্ষপূর্তি হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধ তো থামেই নি, বরং লেবানন এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত, ইজরায়েল লেবাননকে গাজা বানিয়ে দেবার হুমকিও দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের পাশাপাশি চলছে হুমকি, ধর্ষণ, খুন, জবরদখল আরও কত কি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামেনি। রাশিয়া বা ইউক্রেনকে সরাসরি সমর্থন করে চলেছে কিছু কিছু দেশ। ফ্রান্স যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনকে 'স্কাল্প' ক্ষেপনাস্ত্র এবং সিজার হাউইৎজার সরবরাহ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চ্যালেঞ্জার-২ যুদ্ধট্যাঙ্ক এবং এম-১ যুদ্ধ ট্যাঙ্ক পাঠিয়েছে ইউক্রেনকে। জার্মান ইউক্রেনকে লেপার্ড-২ যুদ্ধ ট্যাঙ্ক পাঠিয়েছে। এই ক'দিন আগেই বুধবার ভোরে ইজরায়েলি হামলায় উত্তর ও মধ্য গাজায় একই পরিবারের ১২ জন প্যালেস্টাইনি মারা গিয়েছেন। উত্তর গাজার শেজাইয়া পাড়ার ওই পরিবারের আবাসনের উপর হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েলি বাহিনী। দেশের আকাশে যখন তখন স্পাই বেলুন ঢুকে পড়বার সম্ভাবনা বেড়ে চলেছে। যুদ্ধ এমন চরম পরিস্থিতি আকার নিয়েছে যে রাশিয়া আমেরিকার সঙ্গে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ 'নিউ স্টার্ট চুক্তি' থেকে বেরিয়ে আসার কথা সদম্ভে ঘোষণা করেছেন। যার অর্থ বিশ্বে ফের পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা ও ভয় বেড়ে গিয়েছে। গত বছর এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটেছিল। ২০২৩ সালের ১৭ই মার্চ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছিল ইন্টারন্যাশানাল ক্রিমিনাল কোর্ট। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ছিল বিশ্বের প্রথম ঘটনা। কিন্তু কিছুই হয় নি। সব ফুসফাস। এদিকে তার কদিন পরেই প্রকাশ্যে বেলারুশে পরমাণু অস্ত্র মজুদ করতে শুরু করে দেয় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন। পরমাণু যুদ্ধ এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। মৃত্যু হয়তো শিয়রে। বাস্তবিক আমরা মানুষেরা এখন তেল-হলুদে লিপ্ত হয়ে বিচিত্র ধাতু, মালা, ময়ূরপুচ্ছ, নতুন বস্ত্রে বিভূষিত হয়ে মরণ কামড় খাওয়ার অপেক্ষায়। আমাদের এখন পদ্মপত্রে ঝুঁকির বসবাস চলছে।

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

কিশলয়ের কটু কথা: সেইসব মনুষ্য প্রজাতি

কিশলয় গুপ্ত

কবি বলেছেন - "সত্য সেলুকাস"। আর এই ক্ষুদ্র কলমচির মনে হচ্ছে "বিকৃত কামনার বহিঃপ্রকাশ"। ভারতবর্ষের বাইরে যাব না, পাসপোর্ট ভিসা নেই। যেতে পারব না পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও কারণ, জানার পরিধি অতি সীমিত। যদিও পুনরায় কবির দোহাই দিয়ে বলতে পারি "জানা থেকে না জানার আনন্দ অনেক বেশী"। সুতরাং গণ্ডারকে আজ সুড়সুড়ি দিলে দশ বছর পর হাসুক, ঠেকাচ্ছে কে? কিন্তু ওই যে পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে তার আঁচ তো শরীরে লাগে, তাই শব্দাঘাতের অবতারণা। কে শুনবে, কে শুনবে না - কে পড়বে, কে পড়বে না তার দায় কর্তৃপক্ষের নয়। মাল নিজ দায়িত্বে রাখিবেন।

পশ্চিমবঙ্গ - প্রধানতঃ বাঙালী প্রধান একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাঙালী আর মা কালী নিয়ে আমাদের বঙ্গ বেশ দুধে ভাতে। যেহেতু আমিও বাঙালী, তাই এই আত্মানুসন্ধানের ব্রত গ্রহণ। ব্রত গ্রহণ নয়, আত্মসমালোচনাও বলা যেতে পারে। সর্বাগ্রে বলে নেওয়া ভালো এই প্রতিবেদক সেই সব বাঙালীদের প্রতিনিধি যারা বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন গ্যাস অম্বলে ভোগে আর মুখে মুখে রাজা উজির বধ করে। এবং বাঙালী থাকলে যে কিছুতেই তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ হত না একথা বীর বিক্রমে ঢাকঢোল সহযোগে প্রচার করে। সুতরাং এই লেখা পড়ে কারো যদি প্রতিবেদককে চাঁদা তুলে পেটানোর ইচ্ছে জাগে সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

বিষয়ে যাওয়া যাক, পৃথিবীর সৃষ্টিকালে সৃষ্টিকর্তা যখন বিভিন্ন প্রজাতি নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা করছিলেন, সেই সময় দুর্ঘটনাবশতঃ সৃষ্টিকর্তার হাতের খোঁচা লেগে একটি জাতির সৃষ্টি হয়। গৌরবে যাদের বাঙালী অ্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এদের নিজস্ব কোন সমস্যা থাকে না। থাকলেও তা মুখ ফুটে বলা যাবে না কারণ সেটা নিম্ন মানসিকতার প্রকাশ। ভিয়েতনামে কার কুকুর মারা গেছে - প্রতিবাদ মিছিল করো। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের বিড়াল বাচ্চা দিয়েছে আনন্দ করো। আমেরিকার কোথায় বাঁদরের উৎপাত - ধর্মঘট করো। না হলে আর বাঙালী? আপাতত এই যদি বিপ্লবী মন হয় তাহলে বিপরীতমুখী যুক্তিই বা থাকবে না কেন? জন্ম থেকে স্কুল যাওয়া। বইয়ের গন্ধমাদন *ঠেলে ঠেলে* পাখীর চোখের মতন একটা কিম্বা দুটো ডিগ্রি বগলদাবা করে 'চাকরী, চাকরী' বলে চেঁচিয়ে অবশেষে মোক্ষ লাভ হলেই তিন কাঠা জমির উপর একটা টিপটপ বাড়ী। ছাব্বিশ ইঞ্চি ছাতির উপর একটা ছম্মক ছল্লো নারী। সামনের লনে একটা বা দুটো চুন্নু মুন্নু। গার্ডেন চেয়ারে বসে খবরের কাগজ অধ্যয়ন আর সহধর্মিণীর উদ্দেশ্যে দীর্ঘশ্বাস সহ স্বদেশী লেকচার "এই দেশের কিস্যু হবে না"।

তারপর? কে বলেছে তার আর পর নেই? আছে গুরু, আছে বলেই তো মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে "বাঙালী যুগ যুগ জিও "। একটা দুটো দাঁত নড়বে, চুলে রুপালী রেখা। বউয়ের আঁচল ধরে নবদ্বীপ, মায়াপুর। তার চেয়ে দূরে হলে পুরী, বৃন্দাবন। ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ। ভুড়িদার গুরুদেবের অমৃত বচন শ্রবণান্তে সপ্তাহে

একদিন 'হোব্বোল' অথবা একমুঠো চাল মজুত। প্রতিদিন এক টাকা টিনের কৌটোয়। স্নানের পর ঠাকুরকে জল বাতাসা খাওয়ানো। তারপর আহার গ্রহণ। অতঃপর বৈকালিক চা, পর নিন্দা, পরচর্চা। ক্রমশঃ পশ্চিমে ঢলে যাওয়া সূর্যের দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ "এমন জনম আর কী কখন..."। এমন ভাব যেন আর একটা জনম পেলেই পশ্চিমবঙ্গের বুকে এক একজন আল পাচিনো, অথবা নিদেন পক্ষে সত্যজিৎ রায়ের জন্ম হবে।

অথচ এরাই ব্যতিক্রম কিছু দেখলে পরিহাসে গড়াগড়ি যায়। রবীন্দ্রনাথ পড়বে কিন্তু স্টাইল আর ফ্যাশানের কথা বোঝাতে গেলে পাঁচন খাওয়া মুখে রামপ্রসাদী ভাঁজবে। সংস্কৃতি খায় নাকি মাথায় দেয় তা নিয়ে এরা রীতিমতো চিন্তিত। অতীতের দোহাই পেড়ে পেড়ে এইসব হরিদাস পালেরা নিজের নৌকার পাল যে কবে গুটিয়ে ফেলেছে সেদিকে খেয়াল নেই। এখন শুধু পালে পালে চরে বেড়াচ্ছে 'ধম্ম কম্ম' নিয়ে। চৈতন্যকে দেবতা বানিয়ে নিদ্রা সুখে মগ্ন এই আত্মঘাতী বাঙালির দল। এদের কাছে রবীন্দ্রনাথ তো 'ঠাকুর' অতীত বলে যে চেল্লাচ্ছে এদিকে ভবিষ্যৎ ঝরঝরে একথা এদের কে বোঝাবে? সবই ভানুমতীর খেল। অতীতে আমাদের সুভাষচন্দ্র ছিল - চলো দিল্লি। অনেকেই গেছে। আর যে গেছে সে-ই রাবণের খাতায় নাম লিখিয়েছে। অতীতে আমাদের গান্ধীজী ছিল - "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"। করতে পারছে না কে বলল? গণ্ডায় গণ্ডায় সন্তান উৎপাদন করছে, ব্যালট বাক্সে নেতা তৈরী করছে, হানাহানি, খুনোখুনি করছে। আর গণতন্ত্রের ম্যাও ডেকে তলপেটে লাথি খেয়ে মরছে। অতীতে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ছিল। নোবেল ছিল (যদিও সরকারের পোষ্য পুত্ররা আজো বের করতে পারেননি কোথায় আমাদের নোবেল! একথা কি কাউকে বলা যায়? বাঙালী বলে কি মানুষ নই নাকি?)

আর কত বলবো? জন্ম নেব, স্কুলে যাব। চাকরি পাব, টাকা রোজগার করবো। খাব দাব বংশ বৃদ্ধি করবো। দুদিন পর পটল তুলবো। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, বাংলা সিনেমা এই গণ্ডির বাইরে আজও যেতে পারেনি। সুতরাং আমরা চৈতন্যকে শুধু নয়, রবীন্দ্রনাথকেও দেবতা বানিয়ে ছাড়বো। জল তুলসী দিয়ে পূজা করবো। বউয়ের আঁচলের তলায় দাঁড়িয়ে সারা দেশে নবজাগরণ আনবো। নিজেকে নিয়ে থাকবো। কারো ব্যাপারে নাক গলাব না। পিছনে পরচর্চা করবো। কার বাপের কী? বাঙালী এখনো মরে যায়নি। নাকের কাছে হলেও নিঃশ্বাস এখনো পড়ছে। এইভাবে ধুঁকে ধুঁকে আরও হাজার বছর কাটিয়ে দেব। আমাদের অতীত এত উজ্জ্বল যে এবার আমরা বাঙালীকে অতীত করেই ছাড়বো। "মাকে বন্দনা করে বিপ্লব দীর্ঘ প্রবাসী হোক"।

বাঙালী বাঙালী করে এই যে একচেটিয়া ঘ্যানঘ্যানে 'জয় বাংলা' রচনা করতে বসেছি, এক্ষণে অনেকেরই মনে হতে পারে বাঙালীদের মধ্যে সকলেই কি টেকনিক্যালি পুরুষ? বায়োলজিক্যাল পুরুষ? মানে পুরুষ মানুষ? মানে ওই আর কী...। না, না, আমার যদি মা আমাকে জন্ম না দিতেন তাহলে এখন কী মাননীয় পাঠক কূলের এই কাদা ঘাঁটার দুর্ভাগ্য হত? একদম না। কথায় বলে স্কুল মাষ্টার তার সন্তানকে ছেলেবেলা থেকেই এমন ভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন যেন বড় হয়ে তার সন্তান একজন স্কুল মাষ্টার হয়। অর্থাৎ আগের জেনারেশনের জুতো অনুসরণ করে এগিয়ে চলো হে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। তোমাদের আগামী দিন উজ্জ্বল, অগ্নিময়।

আমার মায়ের মুখে শুনেছি, তাকে নয় বছর বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ত্রিশ পেরোতে না পেরোতেই তিনি ছয় সন্তানের জননী। মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম - সংসার, সন্তান আর গোটা অসভ্যতা সামলানোর ইচ্ছে কি তার ছিল? মায়ের নিষ্পাপ জবাব - "কপালে যা ছিল তাই হয়েছে"। মেয়েদের প্রথা মাফিক শিক্ষা না দিয়ে বলা হয় রান্না শেখো। পরের বাড়ী যেতে হবে। মেয়ে মানেই অন্যের সম্পত্তি। জন্ম থেকে বাপের মেয়ে। বিয়ের পর অমুকের বউ। তারপর একদিন তমুকের মা। তারাও হাসিমুখে সেইসব মেনে নিয়ে সুন্দর গুছিয়ে জীবন কাটিয়ে অতীত হয়ে যান। আহারে, মেয়ে হয়ে জন্মেছে, এর থেকে বেশী ওরা আর কিইবা পেতে পারে। তর্কের খাতিরে গোটা দেশ দেখালেও বাঙালী সমাজে এই ছবির বাইরে অন্য কিছু পেতে হলে দূরবীনের সাহায্য নিতে হবে। নিতেই হবে।

বিঃ দ্রঃ - চুপিচুপি একটা কথা না বলে পারছি না প্লিজ কিছু মনে করবেন না। কারণ আবারও কবির কাছ থেকে ধার করেই বলছি "সকলেই বর্ণমালা - কেউ কেউ প্রবল সংবাদ..." ঠিক তেমনি হারানো বর্ণমালা ফিরে না এলেও এখনও কিছু 'প্রবল সংবাদ' বেঁচে আছে বাঙালিদের মধ্যে একান্ত সংখ্যালঘু হয়ে। সুতরাং 'হোব্বোল' পার্টি আর হরি সংকীর্তনের দল যতই সিনেমার পর্দায় ঢিল ছুড়ুক যুগে যুগে মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়। কেউ চিনতে পারে, কেউ পারে না। তাতে অবশ্য তাদের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। বাঙালীদের মধ্যে মাঝে মাঝে মহাপুরুষ নেমে আসেন বলেই আমার মতো অর্বাচীন এইসব লেখার সাহস পায়। প্রবল সংবাদেরা এক সময় নাচার হয়ে গেয়ে ওঠে "কৃষ্ণ করলে লীলা, আমরা করলে..."

রাজ্য

যা মুছে ফেলা হয়েছিল, তার হদিশ পেয়েছে সিবিআই! সন্দীপের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক প্রমাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ ডাক্তারি পড়ুয়া ধর্ষণ খুনে সিবিআইয়ের হাতে এসেছে মুছে ফেলা একাধিক ফোন কল রেকর্ডিং। সন্দীপ ঘোষ ও প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের একাধিক ফোন কল রেকর্ডিং উধাও ছিল। তথ্য গোপন করতেই অভিজিৎ মণ্ডলের ফোন থেকে মুছে ফেলা হয়েছে রেকর্ডিং, দাবি সিবিআইয়ের। ৯ অগস্ট দুজনের মধ্যে একাধিক বার ফোনে কথা হয়। সেই টেলিফোনিক কথোপকথনের একাধিক রেকর্ডিং মুছে ফেলা হয়েছে বলে দাবি সিবিআইয়ের। অভিজিৎ মণ্ডলের ফোনে অটো কল রেকর্ডিং মোড অন থাকার কারণে সমস্ত কল রেকর্ডিং হয়। ঘটনার দিন প্রাক্তন ওসিকে একাধিক নির্দেশ দিয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। সেই সমস্ত কথোপকথন মুছে ফেলা হয়েছিল ফোন থেকে। ফরেন্সিক পরীক্ষার মাধ্যমে সেই সমস্ত মুছে ফেলা কথপোকথন উদ্ধার করেছে সিবিআই। তথ্য গোপন করতেই মুছে ফেলা হয়েছিল ওই সমস্ত কথোপকথন। আরজি কর কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে সিবিআইয়ের হাতে। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের মোবাইলের সিএফএসএল রিপোর্টে বিশেষ তথ্য এসেছে সিবিআইয়ের হাতে। আরজি করের ঘটনার পরবর্তী বেশ কয়েকটি কল রেকর্ডিং ও ভিডিও মিলেছে দুজনের মোবাইলে। ঘটনাস্থলের ভিডিও রেকর্ড মিলেছে দুজনের মোবাইল থেকে। দুজনে ঘটনাকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ সিবিআইয়ের। এরপর ফের দুজনের জন্য ১৪ দিনের জেল হেফাজতের আবেদন করা হয়। সিবিআই আগেই দাবি করেছে, টালা থানাতেই মূল ঘটনার তথ্য লোপাটের চেষ্টা হয়েছে। আর তাতে জড়িত সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডল। সূত্রে খবর, খুন ও ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দিতে ৯ অগাস্ট সকাল থেকেই একাধিক ফোন করেছিলেন এই দুজন।

‘আইলা’র গতি ও গতিপথেই কি সাইক্লোন ‘দানা’?

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ রক্তচক্ষু নিয়ে হাজির হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় ‘দানা’। ইতিমধ্যেই ওড়িশা ও বাংলার উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ওড়িশা-বাংলার কাছে পৌঁছবে ‘দানা’। তবে বুধবার থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে শুরু করবে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে উপকূলে। ঝড় কোথায় আছড়ে পড়বে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, ১২০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগে বইতে পারে ঝড়। ফলে সমুদ্র হলে উত্তাল। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। ২০০৯ সালে আয়লা ঘূর্ণিঝড়েরও গতিবেগ ছিল ১২০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। তাই আবারও ঝড়ের প্রভাবে সব তছনছ হয়ে যেতে পারে কি না, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রাত কাটাচ্ছেন উপকূলবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। ‘দানা’ ঘূর্ণিঝড়ের আতঙ্কে ত্রস্ত সুন্দরবনের উপকূল এলাকা। আজ, সোমবার থেকে আগামী শনিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে মৎস্য দফতরের পক্ষ থেকে সোমবার সন্ধ্যার মধ্যে সব মৎস্যজীবী ট্রলারকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। টানা তিন দিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে, সঙ্গে ঝড়। পূর্বাভাসে এমনটাই বলা হয়েছে। বাড়তে পারে সমুদ্র ও নদীর জলস্তর। জেলার সুন্দরবন উপকূলে বিশেষ সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসনও প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। সুন্দরবন পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে উপকূলবর্তী সাগর, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, পাথরপ্রতিমা ও রায়দিঘি এলাকায় মাইক নিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে সাগর, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা ও নামখানায় সাইক্লোন সেন্টার খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাঁধের কাছে বসবাসকারীদের বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে উচুঁ এলাকা বা সাইক্লোন সেন্টারে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গে ১৩ হাজারের গণ্ডি পার ডেঙ্গির, শীর্ষে মুর্শিদাবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ রাজ্যে হু হু করে বাড়ছে ডেঙ্গি। স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত গোটা রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ১৩ হাজারের গণ্ডি পার করেছে। যদিও গতবারের মতো এবার ভয়াবহ আকার ধারণ করেনি ডেঙ্গি। তবে এবার বর্ষা দেরিতে এসেছে, বিদায়ও নিয়েছে দেরিতে এই অবস্থায় আরও কয়েক সপ্তাহ ডেঙ্গি বাড়ার আশঙ্কা করছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এবার ডেঙ্গিতে শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ। মূলত প্রতিবছর রাজ্যে ডেঙ্গির যে ট্রেন্ড থেকে সেই অনুযায়ী সিংহভাগ ডেঙ্গি আক্রান্ত রোগীই হয়ে থাকেন কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী পাঁচ জেলা প্রতি বছর ডেঙ্গি আক্রান্তের নিরিখে প্রথম পাঁচের মধ্যে থাকে। তবে এবার সেই জেলাগুলিকে ছাপিয়ে গিয়েছে মুর্শিদাবাদ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে বর্তমানে যে সংখ্যক রোগী ডেঙ্গি আক্রান্ত তার মধ্যে চার ভাগের একভাগ রোগী হলেন মুর্শিদাবাদের, অর্থাৎ শুধু এই জেলাতেই সাড়ে তিন হাজারের কাছাকাছি মানুষ ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ডেঙ্গি ধীরে ধীরে ধরন বদলাচ্ছে। আগে শীত পড়লে ডেঙ্গি হতো না। কিন্তু, চিরাচরিত সেই ধ্যান ধারণা এখন ভেঙে যাচ্ছে।

আবাস যোজনার সমীক্ষা নিয়ে তর্জা, ফাঁপরে কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ ২১ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত আবাস যোজনা সংক্রান্ত সমীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এই সমীক্ষা বন্ধের আবেদন জানিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়েছে বিজেপি। মূলত যে জেলাগুলিতে উপনির্বাচন হবে সেখানেই এই আবাস যোজনা সংক্রান্ত সমীক্ষা বন্ধের আবেদন জানানো হয়েছে। কিন্তু কেন এই সমীক্ষা বন্ধের জন্য আবেদন করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের কাছে? বিজেপির দাবি, এই সমীক্ষার সময় বাড়ি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে নানা রকম প্রলোভন দেখাবে বিজেপি। এমনকী শাসকদলে ভোট না দিলে আবাস যোজনার তালিকায় নাম তোলা হবে না। এমন নানা কথা বলা হতে পারে। সেকারণে এই সমীক্ষা বন্ধ রাখার জন্য আবেদন করেছে বিজেপি। তাদের দাবি কমিশন অবিলম্বে এনিয়ে সতর্ক করুক রাজ্য সরকারকে। না হলে এই আবাস যোজনার সমীক্ষাকে হাতিয়ার করে এমন কিছু কাজ করতে পারে শাসকদল যেটা অভিপ্রেত নয়। এদিকে তৃণমূল আবার দাবি করেছে এই সমীক্ষাকে যেন নির্বাচনী আচরণবিধির আওতায় না ফেলা হয়। কারণ এর জেরে আবাস যোজনা সংক্রান্ত যে সমীক্ষা তাতে বড় ধাক্কা খাবে। তবে এবার পুরোটাই নির্ভর করছে নির্বাচন কমিশন কী ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় তার উপর। এদিকে কমিশন যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে আবাস যোজনার সমীক্ষা হবে না ওই পাঁচ জেলায় তবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে সমীক্ষা। আবার যদি দেখা যায় এই সমীক্ষার ক্ষেত্রে একাধিক শর্ত আরোপ করছে তবে সমীক্ষা হলেও সেখানে নজরদারি হতে পারে।

এই আন্দোলনই সুদিন ফেরাবে, আশায় জোটে নারাজ বামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ আর জি কর আন্দোলনের নেপথ্যে বারবার বাম যোগের তত্ত্ব উঠে এসেছে। গন আন্দোলনকে হাইজ্যাক করেছেন বাম নেতারা। অনেকেরই দাবি, জুনিয়র ডাক্তারদের মাথায় হাত রয়েছে লালশিবিরের। প্রথম থেকে অরাজনৈতিক আন্দোলনের হাওয়া তুললেও আদতে যে এটা বাম আন্দোলন তা একপ্রকার স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে আরও একবার নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল বামেরা। সূত্রের খবর, উপ নির্বাচনে ‘একলা চলো রে’ নীতিতেই এগোতে চাইছে তাঁরা। একইভাবে কংগ্রেসও জোটে আগ্রহী নয় বলেই খবর। আগামী ১৩ নভেম্বর রাজ্যের ৬ আসনে উপনির্বাচন। ইতিমধ্যেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে তৃণমূল ও বিজেপি। জানা গিয়েছে, রবিবার প্রার্থী তালিকা নিয়ে বৈঠক হয়েছে আলিমুদ্দিনে। সেখানেই শরিক দলগুলোকে কটি আসন ছাড়া হবে, কাদের প্রার্থী করা হবে, তা নিয়ে মোটের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তও হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত, আগামিকাল প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে বামেরা। তবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনের বৈঠকে একবারও ওঠেনি কংগ্রেসের নাম অর্থাৎ জোট প্রসঙ্গ। মনে করা হচ্ছে, আর জি কর আন্দোলন আদৌ বামেদের হারানো মাটি পুনরুদ্ধারের দিকে এগিয়ে দিতে পারছে কি না, ২৬ এর নির্বাচনের আগে তা একবার পরখ করে দেখতে চাইছে আলিমুদ্দিন। সেই কারণেই একা চলার সিদ্ধান্ত। এদিকে অধীররঞ্জন চৌধুরী ছাড়া বাংলার কোনও কংগ্রেস নেতাই যে বামেদের সঙ্গে জোটে বিশেষ আগ্রহী নয়, তা বলাই বাহুল্য। বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে শুভঙ্কর সরকার। ফলত জোট কী হবে তা নিয়ে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে রবিবার প্রার্থী বাছতে বৈঠকে বসে কংগ্রেস নেতৃত্বও। জানা যাচ্ছে, প্রার্থীদের তালিকা তৈরি করে দিল্লিতে তা পাঠানো হয়েছে। কংগ্রেসও চাইছে একাই লড়তে। এ বিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার জানান, স্থানীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁরা চাইছে একা লড়তে। তবে কি ২৬ এর বিধানসভাতেও একাই লড়বে বাম ও হাত শিবির? জল্পনা রাজনৈতিক মহলে। বিশেষজ্ঞদের মতে এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। নাগরিক সমাজের একটা অংশ আন্দোলনে বামেদের এন্ট্রি মেনে নেননি।

শাহী সফরসূচী হাতে আসতেই প্রস্তুতি শুরু বঙ্গ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ এই সফর নিয়ে জল্পনা ছিল আগেই অবশেষে প্রকাশ্যে এল শাহী সফরের দিনক্ষণ। চলতি সপ্তাহেই বঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। চূড়ান্ত হল অমিত শাহর সফর সূচি। বুধবার রাতে কলকাতায় আসছেন অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার তাঁর ঠাসা কর্মসূচি। পেট্রাপোল, আরামবাগ এবং কলকাতায় একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন অমিত শাহ। বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে করতে পারেন বিশেষ বৈঠকও। একদিনের সফর শেষে বৃহস্পতিবার রাতেই ফিরে যাবেন দিল্লি। বুধবার রাতে কলকাতায় পৌঁছবেন শাহ। এরপর বৃহস্পতিবার থাকছে তাঁর ঠাসা কর্মসূচি। কল্যাণী-পেট্রাপোল, আরামবাগ এবং কলকাতায় একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে করতে পারেন বিশেষ বৈঠকও। তবে বৃহস্পতিবার রাতেই ফিরে যাবেন দিল্লি। অমিত শাহর যে সরকারি সফরসূচি চূড়ান্ত হয়েছে তাতে আগামী বুধবার রাত দশটায় কলকাতা বিমানবন্দরে নামার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। বিমানবন্দর থেকে সোজা তিনি পৌঁছে যাবেন নিউটাউনের একটি পাঁচতারা হোটেলে। সেখানেই রাত্রিবাস করবেন শাহ। পরদিন বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই রাজ্যে ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে। বৃহস্পতিবার ২৪ অক্টোবর সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ নিউটাউনের হোটেল থেকে বেরিয়ে কলকাতা বিমানবন্দর হয়ে প্রথমে কল্যাণী হেলিপ্যাডে নেমে নতুন প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল উদ্বোধনের একটি সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পর দুপুরে হুগলির আরামবাগের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন অমিত শাহ। সেখানে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ফের কলকাতা বিমানবন্দরে ফিরে এসে অমিত শাহ পৌঁছে যাবেন সল্টলেকের পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। সেখানে দলের সাংগঠনিক বৈঠকে অংশ নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতেই অমিত শাহ ফিরে যাবেন দিল্লি। আগামী ১৩ নভেম্বর ৬ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। আর এই আবহেই অমিত শাহর বঙ্গ সফর ঘিরে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে রাজ্য বিজেপি শিবিরে। বিজেপি সূত্রের খবর, সল্টলেকের পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বা ইজেডসিসি তে দলের সদস্যতা অভিযান উপলক্ষে এক বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন শাহ। এই বঙ্গ সফরে সুকান্ত মজুমদার শুভেন্দু অধিকারীদের সঙ্গে শাহী বৈঠকও হতে পারে বলে রাজ্য বিজেপি সূত্রের খবর পাওয়া গিয়েছে।

ক্রীড়া-সংবাদ

গাভির প্রত্যাবর্তন ৫ গোলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ গাভির কাছে এ যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। বার্সেলোনার হয়ে নিজের সর্বশেষ ম্যাচটি যখন খেলেছিলেন, তখন দলটির কোচিং স্টাফ ছিল আলাদা। লিগামেন্টের চোট সেরে ৩৪৮ দিন পর কাল যখন মাঠে ফিরলেন, পেলেন হান্সি ফ্লিকের নেতৃত্বে নতুন কোচিং স্টাফ। পেলেন আরেকটি সম্মাননাও। ৮৩ মিনিটে বদলি হিসেবে খেলতে নামার আগে অধিনায়কত্বের বাহুবন্ধনী পরিয়ে দিলেন সতীর্থ পেদ্রি। বার্সেলোনার অধিনায়ক হয়ে গাভির প্রত্যাবর্তনের রাতটা অবশ্য আগেই রাঙিয়ে রাখার আভাস দিয়ে রেখেছিলেন রবার্ট লেভানডফস্কি–লামিনে ইয়ামালরা। তিনি মাঠে নামার আগেই যে সেভিয়ার বিপক্ষে বার্সা ৪–০ গোলে এগিয়ে। শেষ ৩ মিনিটে হয়েছে আরও ২টি গোল। ৮৭ মিনিটে সেভিয়ার স্তানিস ইদুম্বোর সান্ত্বনাসূচক গোলের পরের মিনিটেই বার্সার পাবলো তোরের গোল। তাতে সেভিয়াকে ৫–১ গোলে উড়িয়ে লা লিগায় শীর্ষেই থেকে গেল ফ্লিকের দল। একই সঙ্গে নিশ্চিত হলো রিয়াল মাদ্রিদের (১০ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট) চেয়ে এগিয়ে থেকেই আগামী শনিবার সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকো খেলতে নামছে বার্সা (১০ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট)। নিজেদের মাঠ অলিম্পিক লুইস কোম্পানিসে কাল ম্যাচের শেষ গোলটির ৬ মিনিট আগে আরেক গোল করেন তোরে। জোড়া গোল করেন লেভানডফস্কিও। প্রথমটি ২৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে, পরেরটি রাফিনিয়ার বানিয়ে দেওয়া বল থেকে ৩৯ মিনিটে। এই ২ গোলের মাঝেরটি পেদ্রির। শনিবার এল ক্লাসিকোর আগে বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগে ফ্লিকেরই সাবেক ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। গুরুত্বপূর্ণ দুটি ম্যাচের আগে বড় জয় স্বাভাবিকভাবেই দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। তবে দলের উজ্জ্বল পারফরম্যান্সের চেয়েও তারকা খেলোয়াড়দের চোট কাটিয়ে ফেরা ফ্লিকের কাছে বেশি আনন্দের। গাভির আগে এ মাসেই চোট কাটিয়ে ফিরেছেন আরেক মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং। ম্যাচের আগমুহূর্তে গা গরমের সময় চোটে না পড়লে খেলতেন ফেরান তোরেসও। ম্যাচ শেষে ফ্লিক বলেছেন, ‘সব ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ, শুধু বড় ক্লাবের বিপক্ষে ম্যাচই নয়। সেভিয়া কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল। তা ছাড়া আমরা সদ্যই (আন্তর্জাতিক) বিরতি থেকে ফিরেছি। ফল নিয়ে আমি খুব খুশি। আজ (গত রাতে) আমরা এই জয় উপভোগ করব এবং আগামীকাল (আজ) বায়ার্নের বিপক্ষে ম্যাচের প্রস্তুতি নেব।’ গাভিকে নিয়ে ফ্লিকের কথা, ‘ওকে নিয়ে আমি খুব খুশি। পুরো ক্লাবই খুশি। ওর প্রত্যাবর্তন আমাকে শিহরিত করেছে। ফেরাটা ওর জন্য ও দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’ ৩৪৮ দিন পর খেলতে নামা গাভি বলেছেন, ‘আমার জন্য সবচেয়ে খারাপ বিষয় ছিল খেলতে না পারা’।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নিউজিল্যান্ডের মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ এবার আর ফাইনাল শেষে দুঃখ সঙ্গী করে ঘরে ফিরছে না নিউজিল্যান্ড। নিউজিল্যান্ডের মেয়েরা এবার দেশে ফিরছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ট্রফি নিয়ে। দুবাইয়ে আজ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩২ রানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কিউই মেয়েরা। ২০০৯ ও ২০১০ সালে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দুবার ফাইনালে উঠে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে রানার্সআপ হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। সেই দলটি ১৪ বছর পর আবার ফাইনালে উঠে দোর্দণ্ড প্রতাপেই জিতে নিল বিশ্বকাপ। তাতে অবশ্য টানা মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দ্বিতীয়বার রানার্সআপ হওয়ার যন্ত্রণা পেল দক্ষিণ আফ্রিকা। ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে তো তো টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বকাপের ফাইনালে হারার ‘হ্যাটট্রিক’ই করে ফেলল দক্ষিণ আফ্রিকা। টসে হেরে ব্যাটিং পাওয়া নিউজিল্যান্ড করেছিল ৫ উইকেটে ১৫৮ রান। রান তাড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা করে ৯ উইকেটে ১২৬ রান। নিউজিল্যান্ডের বিশ্ব জয়ে আজ সবচেয়ে বড় ভূমিকা অ্যামেলিয়া কারের। ব্যাট হাতে ৩৮ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৩ রান করা অ্যামেলিয়া কার লেগ স্পিনে পরে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ৪ ওভারে ২৪ রান দেওয়া অ্যামেলিয়া কারই হয়েছেন ফাইনালের সেরা খেলোয়াড়। ব্যাট হাতে ১৩৫ রান করে ও ১৫ উইকেট নিয়ে বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ও হয়েছেন কার। ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের পেসার রোজমেরি মেয়ারও পেয়েছেন ৩ উইকেট, ৪ ওভারে তিনি খরচ করেছেন ২৫ রান। নিউজিল্যান্ডের বিশ্ব জয়ে আজ সবচেয়ে বড় ভূমিকা অ্যামেলিয়া কারের। ব্যাট হাতে ৩৮ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৪৩ রান করা অ্যামেলিয়া কার লেগ স্পিনে পরে নিয়েছেন ৩ উইকেট। ৪ ওভারে ২৪ রান দেওয়া অ্যামেলিয়া কারই হয়েছেন ফাইনালের সেরা খেলোয়াড়।

বাবরকে নিয়ে সমালোচনা রমিজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ পাকিস্তানের ঘরের মাঠে টেস্ট ক্রিকেট মানের উইকেট নিয়ে বিতর্ক হবেই। ইংল্যান্ড দলের পাকিস্তান সফরেও এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। ঘরের মাঠে ধারাবাহিকভাবে টেস্ট জিততে না পারা আর অতিরিক্ত ব্যাটিং–সহায়ক উইকেট তৈরি করা নিয়ে এই সিরিজের শুরু থেকেই আলোচনা হচ্ছে। অনেকেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক সভাপতি রমিজ রাজাকে ঘরের মাঠে ব্যাটিং–সহায়ক উইকেটের জন্য সমালোচনা করছেন। তাঁর সময়েই এটা বেশি হয়েছে, অভিযোগটা এ রকম। রমিজ অবশ্য দোষটা চাপিয়ে দিলেন তাঁর সময়ে পাকিস্তান দলের অধিনায়ক বাবর আজমের ওপর। বিসিবির টেস্ট ম্যাচ স্পেশাল অনুষ্ঠানে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি উইকেট তৈরি নিয়ে কিছু করছিলাম না। আমি বাবরের কথা শুনছিলাম। সে যখন আমার কাছে এসেছিল, তখন আমি অস্ট্রেলিয়াকে কীভাবে হারানো যায়, সে পরিকল্পনা জানতে চাই। সে ভালো ব্যাটিং–উইকেটে খেলার কথা বলেছিল। আমি মাঝেমধ্যে এ নিয়ে প্রশ্নও তুলেছিলাম। কিন্তু দিন শেষে সেই অধিনায়ক।’ এখন পাকিস্তানের ঘরের মাঠে ব্যর্থতার পেছনে সেই উইকেটকেই দায়ী করছেন রমিজ, ‘আপনি যখন জানবেন না উইকেটের চরিত্র কেমন, তখন সবাই অন্ধকারে থাকবে। আপনি প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার জন্য আক্রমণাত্মক হতে পারবেন না। কারণ, উইকেটের সঙ্গে আপনার শক্তিমত্তার কোনো মিল নেই। এটাই ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বাজে পারফরম্যান্সের মূল কারণ।’ বাবরের লাল বলের ক্রিকেটের অধিনায়কত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই ক্রিকেটার। তাঁর যুক্তি, বাবর সাদা বলের ক্রিকেটে দারুণ অধিনায়কত্ব করলেও তা লাল বলে প্রতিফলিত হয়নি। রমিজের কথা, ‘সে সাদা বলের ক্রিকেটে ভালো করেছে। কিন্তু টেস্ট ম্যাচে নয়। সে মাঝেমধ্যে যেভাবে ফিল্ডিং সাজাত, আমি খুব হতাশ হতাম।’ সাবেক এই অধিনায়কের সমালোচনা করলেও পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য বাবর ও শাহিন আফ্রিদি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সে কথাও বলেছেন রমিজ।

পুসকাসকে টপকে রিয়ালের সবচেয়ে ‘বুড়ো’ মদরিচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ ‘ম্যাজিক্যাল মদরিচ’—সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে ৬৬ মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে দেওয়া রক্ষণচেরা পাসটা দেখার পর অনেকেরই হয়তো এ কথাই মনে হচ্ছিল। পাসটি দেওয়ার সময় মদরিচ ভেঙেছেন প্রতিপক্ষের ৮ খেলোয়াড়ের গড়া ফাঁদ। তাঁর নিঁখুত পাসটি সহজেই খুঁজে নেয় ভিনিসিয়ুসকে। বাকি কাজটা সাবলীলভাবেই করেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার। মদরিচ নিয়ে লেখার জন্য রিয়ালকে ২–১ গোলে জেতাতে সহায়তা করা এই পাসটিই যথেষ্ট ছিল। ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো একটি পাসই যে দিয়েছেন তিনি! রিয়ালকে ম্যাচ জেতাতে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি গতকাল রাতে মদরিচ আরেকটি তালিকায়ও শীর্ষে উঠেছেন। কাল রাতে মাঠে নেমেই রিয়ালের একটি রেকর্ড গড়েছেন। ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে সফল ক্লাবটির হয়ে খেলা সর্বোচ্চ বয়সের ফুটবলার হয়ে গেছেন ক্রোয়াট মিডফিল্ডার। এই মাইলফলকটি গড়ার পথে তিনি টপকে গেছেন হাঙ্গেরিয়ান কিংবদন্তি ফেরেঙ্ক পুসকাসকে। ১৯৬৬ সালে ৩৯ বছর ৩৬ দিন বয়সে মাঠে নেমে রিয়ালের সবচেয়ে বেশি বয়সী ফুটবলার হয়েছিলেন পুসকাস। গতকাল মাঠে নামার সময় মদরিচের বয়স ছিল ৩৯ বছর ৪০ দিন। অর্থাৎ রিয়ালের সবচেয়ে বেশি বয়সী ফুটবলার হওয়ার পথে মদরিচ ভেঙেছেন ৫৮ বছরের পুরোনো রেকর্ড। সবচেয়ে বেশি বয়সী ফুটবলার হওয়া নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে মদরিচ বলেছেন, ‘আমি নিজের বয়স মনে করতে পছন্দ করি না। কিন্তু এটা দারুণ ব্যাপার। রিয়ালের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়সী ফুটবলার হয়ে আমি গর্বিত।’ শুধু এটুকুই নয়, গতকাল সেল্তাকে হারিয়ে লা লিগায় ৩৬৯ ম্যাচে নিজের ২৫০তম জয়ও নিশ্চিত করেছেন মদরিচ। মিডফিল্ডার হিসেবে খেলা মদরিচ লিগে সব মিলিয়ে করেছেন ২৮ গোল এবং জিতেছেন চারটি লিগ শিরোপাও (২০১৭, ২০২০, ২০২২ ও ২০২৪ সালে)। রিয়ালে প্রায় এক যুগ কাটানো মদরিচ ক্লাবটির সফলতম খেলোয়াড়দের একজনও বটে। ২০১২ সালে মাদ্রিদের ক্লাবটিতে নাম লেখানোর পর ৫৪৭ ম্যাচে ২৭টি শিরোপা জিতেছেন তিনি।

উইকেট দেখে অবাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ তিন স্পিনারের সঙ্গে এক পেসার—দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুর টেস্টের জন্য বাংলাদেশ দলের বোলিং আক্রমণ ছিল এমন। একাদশ দেখেই বোঝা যায়, মিরপুর টেস্টের উইকেটকে স্পিন স্বর্গই মনে করছিল বাংলাদেশ দলের টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু প্রথম দিনের খেলা শেষে মিরপুরের উইকেটকে শুধু স্পিন স্বর্গ বলা ঠিক হবে না। কাগিসো রাবাদা, উইয়ান মুল্ডারের পর হাসান মাহমুদের সিম মুভমেন্ট প্রমাণ করে, মিরপুরের উইকেটে স্পিনারদের পাশাপাশি সাহায্য ছিল পেসারদেরও। দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার কাগিসো রাবাদাকে যা অবাকই করেছে। বাংলাদেশে এসে উইকেট থেকে ধারাবাহিকভাবে সিম মুভমেন্ট পাবেন, এটা চিন্তাও করেননি ১১ ওভারে ২৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেওয়া এই পেসার। টেস্ট ক্যারিয়ারে ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করা দক্ষিণ আফ্রিকান এই পেসার আজ দিনের খেলা শেষে সংবাদ সম্মেলনে বললেন, ‘উইকেটের আচরণ দেখে আমরা খুবই অবাক হয়েছি। আমরা ভেবেছি বল টার্ন করবে, সিম মুভমেন্ট থাকবে না। কিন্তু নতুন বলে যথেষ্ট মুভমেন্ট ছিল। খুব বেশি সুইং নয়, তবে সিম মুভমেন্ট।’ গত কয়েক দিন মিরপুর স্টেডিয়ামের একাডেমি মাঠের নেটেও নাকি এমন উইকেটে অনুশীলন করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য কাজটা কিছুটা সহজ হয়ে গেছে, এমনটাই মনে হবে রাবাদার কথা শুনে, ‘নেটেও আমরা একই ধরনের উইকেট পেয়েছি। এই উইকেটে স্পিনাররা যেমন টার্ন পাচ্ছে, তেমনি সিমাররাও মুভমেন্ট পাচ্ছে। আমরা যা দেখে বেশ অবাকই হয়েছি।’

রাবাদা কথা বলেছেন তাঁর ৩০০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করা নিয়েও, ‘আমি আজ সকালে যখন মাঠে আসি, তখন ওই একটা উইকেটের জন্য চিন্তা করছিলাম না। কীভাবে আমি টেস্টটা জেতাতে পারি, সেদিকে আমার সব মনোযোগ ছিল, বিশেষ করে টসে হেরে প্রথম বোলিং করতে নামার পর। এরপর যা হলো তা স্বস্তির বলতেই হয়। এ রকম মাইলফলকের জন্যই খেলে সবাই। এই অর্জনটা আমার জন্য স্বস্তির।’ নিজের সতীর্থদেরও ধন্যবাদ দিয়েছেন রাবাদা, ‘আমাদের সতীর্থরা আমাকে সমর্থন দিয়ে গেছে, আমরা সবাই সবাইকে সমর্থন করে যাচ্ছি। সব মিলিয়ে খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ একটা মুহূর্ত ছিল এটি।’ ৩০০ টেস্ট উইকেট নেওয়ার কীর্তির পাশাপাশি একটা বিশ্ব রেকর্ডও গড়েছেন রাবাদা। পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াকার ইউনিসকে ছাড়িয়ে তিনিই এখন টেস্টে বলের হিসাবে দ্রুততম ৩০০ উইকেটশিকারি বোলার। রাবাদার অবশ্য এই রেকর্ডটা জানা ছিল না, ‘আমি এই রেকর্ডের ব্যাপারে জানতাম না। তবে হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে এই রেকর্ডটা আমাকে আরও ভালো করতে অনুপ্রাণিত করবে।’ এদিকে, দুঃস্বপ্নের ব্যাটিং পারফরম্যান্সের পর বোলিংয়ের শুরুতেই বাংলাদেশকে উইকেট এনে দেন দারুণ ফর্মে থাকা হাসান, প্রথম ওভারের ষষ্ঠ বলেই ফেরান এইডেন মার্করামকে। ভালো লেংথ থেকে ভেতরে আসা বলটি খুঁজে নেয় প্রোটিয়া অধিনায়কের মিডল স্টাম্প।

বক্স অফিস

মন্দিরে পুজো দিলেই মুক্তি পাবেন সলমন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ সালটা ১৯৯৮। সেই সময়ে রাজস্থানের কঙ্কানি গ্রামে 'হাম সাথ সাথ হ্যায়' সিনেমার শুটিং করতে গিয়ে বিতর্কে জড়ান সলমন খান। ভাইজানের বিরুদ্ধে কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার অভিযোগ ওঠে। দু দশক আগের সেই ঘটনার পর থেকেই বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নিশানায় সলমন। একাধিকবার বলিউডের ভাইজানকে খুনের হুমকি দিয়ে খবরের শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছে কুখ্যাত গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোই। চলতি বছর থেকে সেই উপদ্রব আরও বেড়েছে বই কমেনি! বিষ্ণোইরা মনে করেন, কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা করে গর্হিত অপরাধ করেছেন সলমন। যা কিনা বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের আচারবিধির বিরুদ্ধাচরণ। 'অল ইন্ডিয়া বিষ্ণোই সমাজ'-এর সম্পাদক হনুমানরাম বিষ্ণোইয়ের নিদান, বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের থেকে ক্ষমা পেতে হলে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই রাজস্থানের বিকানিরে অবস্থিত মুক্তিধাম মুকামে যেতে হবে। উল্লেখ্য, এই মন্দির বিষ্ণোইদের সবথেযকে পবিত্র ধর্মীয় স্থান। তাঁদের সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যদি কোনও ব্যক্তি অপরাধ করেন, তবে তাঁর মধ্যে অবশ্যই অনুশোচনাবোধ থাকতে হবে। যা তাঁকে প্রায়শ্চিত্তের পথে নিয়ে যাবে। কেউ যদি বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোনওরকম অপরাধ বা অন্যায় করেন তাহলে তাঁকে মুক্তিধাম মুকামে গিয়ে পুরো সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়। শুধু তাই নয়, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ক্ষমা চাওয়া হলে, সেটা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে যাচাই করেন বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের সদস্যরা। হনুমানরামের মন্তব্য, "তাঁদের সম্প্রদায়ভূক্ত মোট ৭০ লাখেরও বেশি মানুষ। যতক্ষণ না সলমন খান ক্ষমা চাইছেন, ততক্ষণ তিনি 'শাস্তির প্রাপক'।" তবে ক্ষমা চাইলে আবার অপরদিকে আইনি জটিলতায় পড়তে হবে খোদ বলিউড সুপারস্টারকেই। কারণ ২০১৮ সালে কৃষ্ণসার হরিণ শিকার মামলায় সলমনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল নিম্ন আদালত।

৩৫ বছর পর ছোট পর্দায় ফিরছে ফৌজি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ সালটা ১৯৮৯। সেই বছরই ছোট পর্দায় ফৌজি ধারাবাহিকের মাধ্যমে নজর কেড়েছিলেন শাহরুখ খান। বর্তমানে তিনি বলিউডের সুপারস্টার। তাঁর ছবি মানেই ব্লকবাস্টার। কিন্তু তার কেরিয়ার শুরু যে ধারাবাহিকের হাত ধরে সেই ফৌজি ৩৫ বছর পর ফিরছে ছোট পর্দায়। জানা গিয়েছে চিত্রনির্মাতা সন্দীপ সিং দূরদর্শনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এই কালজয়ী ধারাবাহিককে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্য। এই বিষয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ' আমরা আবারও অন্যতম জনপ্রিয় এবং কালজয়ী শোকে ফিরিয়ে আনতে চলেছি নতুন এবং আরও এক্সাইটিং ভাবে। ১৯৮৯ সালে ফৌজি দেশকে শাহরুখ খানকে উপহার দিয়েছিল ওর ট্যালেন্ট এবং এনার্জির ঝলক দেখিয়ে। আশা করব ফৌজি ২ ও ইতিহাস গড়ে তুলবে।' জানা গিয়েছে ফৌজি ২ তে বিগ বস ১৭ খ্যাত বিকাশ জৈনকে কর্নেল সঞ্জয় সিংয়ের চরিত্রে দেখা যাবে। গওহর খানকে দেখা যাবে লেফট্যানেন্ট কর্নেল সিমরজিৎ কৌরের চরিত্রে। এছাড়াও সন্দীপ সিং এই ধারাবাহিকের মাধ্যমে ১২ জন নতুন

অভিনেতাকে লঞ্চ করতে চলেছেন যাঁদের তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁর অভিনয়ের দক্ষতা দেখে বেছে এনেছেন। এছাড়া ফৌজি ২ তে দক্ষ দেশাইয়ের চরিত্রে থাকবেন আশিস ভরদ্বাজ, উৎকর্ষ কোহলিকে দেখা যাবে রংরেজ ফোগাট, রুদ্র সোনিকে দেখা যাবে হারুন মালিকের চরিত্রে। থাকবেন দার্জিলিয়ের আকাশ ছেত্রী, কানপুরের নীল সাতপুরা, চেন্নাইয়ের প্রিয়াংশু রাজগুরু, প্রমুখ। এই সিরিজের টাইটেল ট্র্যাক গেয়েছেন সোনু নিগম। এছাড়াও থাকবে মোট ১১টি গান। শ্রেয়স পুরানিক সিরিজের মিউজিক ডিরেক্টর। সন্দীপ সিং, ভিকি জৈন, জাফর মেহেদী ছবিটির প্রযোজনা করছেন।

'পকসো' মামলা একতা কাপুরের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ নাবালিকাকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠল এবার বলিউড স্টার জিতেন্দ্র কন্যা প্রযোজক একতা কাপুরের বিরুদ্ধে। শুধু তিনি নন, একই অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাঁর মা শোভা কাপুরের বিপুদ্ধেও। একতা ও শোভা অল্ট বালাজি ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কর্ণধার। আর এই প্ল্যাটফর্মের একটি সিরিজকে কেন্দ্র করেই এই অভিযোগ। তবে এই প্রথম নয়, অতীতেও অল্ট বালাজির প্রযোজনা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন, দায়ের হয়েছে অভিযোগ। এবার পকসো আইনে অভিযোগ দায়ের। কী এই অভিযোগ? জানা যাচ্ছে, এই প্রযোজনা সংস্থার একটি জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ 'গন্দি বাত' নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। এই সিরিজে যে যৌনকর্মে যুক্ত, মাদক সেবনে লিপ্ত নাবালিকাদের দেখানো হয়েছে, অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা নাকি কেউই প্রাপ্ত বয়স্ক নয়। অর্থাৎ সকলেরই বয়স নাকি ১৮ বছরের নীচে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই সিরিজ মুক্তি পেয়েছিল। আর সেই বছরই মুম্বইয়ের বোরিভিলি থানায় যোগগুরু স্বপ্নীল রেওয়াজী 'অল্ট বালাজী'র বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, অল্ট বালাজীর 'ক্লাস ২০১৭' ও 'ক্লাস ২০২০' ওয়েব সিরিজ-এ নাবালিকা অভিনেত্রীদের দিয়ে অশ্লীল প্রদর্শন করা হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই পকসো আইনের ১৩ এবং ১৫ ধারাই মামলা দায়ের করা হয় একতা কাপুর ও শোভা কাপুরের বিরুদ্ধে। এর পাশাপাশি, তথ্য প্রযুক্তি প্রতিরোধ আইনের ধারা ৬৭(এ), নারী নিষেধাজ্ঞা আইনের ২৯২ ও ২৯৩ এবং ২৯৫(এ) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

জাতীয় স্তরেও 'বহুরূপী'র বিক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২১ অক্টোবরঃ বলি কিংবা দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রির মতো বাজেট নেই বটে, তবে চলতি পুজোর বক্স অফিসে বাংলা সিনেমা কিন্তু দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বাংলার পর জাতীয় স্তরেও বিজয়রথ ছোটাচ্ছে নন্দিতা-শিবপ্রসাদের 'বহুরূপী'। বিশেষ করে অভিনেতা শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ে মুগ্ধ প্রবাসী বাংলা সিনেদর্শকরা। তাই তো, প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়েও 'ছ্যাঁচড়াপুরের বিক্রমে'র ঘোর কিছুতেই যেন কাটতে চাইছে না তাঁদের! ৮ অক্টোবর, পঞ্চমীর দিন মুক্তি পেয়েছে 'বহুরূপী'। সাত দিনেই ব্যবসার যে অঙ্ক ছুঁয়েছে, তাতে ঝকঝকে মার্কশিট নন্দিতা-শিবপ্রসাদের হাতে। আর শনিবার ১৯ অক্টোবর জাতীয় স্তরে রিলিজ করেছে এই সিনেমা। বাংলার পর সেখানেও হই হই করে হাউসফুল শো চলছে। মুম্বই, পুণে, দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরুর মতো মেট্রো সিটিগুলির প্রেক্ষাগৃহেও বাংলার মাটির স্বাদ নিতে দলে দলে হল ভরাচ্ছেন দর্শকরা। শিবপ্রসাদ ও কৌশানীর 'ডাকাতিয়া বাঁশি'র হাতছানিতে দারুণ ভাবে সাড়া দিচ্ছেন তাঁরাও। মুম্বই হোক বা দিল্লি, বেঙ্গালুরু সব জায়গার মাল্টিপ্লেক্সে 'বহুরূপী'র প্রায় সব শো হাউসফুল। সিনে-সমালোচক থেকে দর্শকদের রায়ে তো বটেই এমনকী পুজোর বক্স অফিসে বাকি দুটি বাংলা সিনেমাকেও টেক্কা দিয়ে ব্লকবাস্টারের শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছেন নন্দিতা-শিবপ্রসাদ। কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ও বহুল প্রশংসিত। ব্লকবাস্টার জয়োচ্ছ্বাসে পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানালেন, "দুর্গাপুজোর পর লক্ষ্মীপুজোতেও 'বহুরূপী' ট্রেন্ডিং গিয়েছে। তার প্রমাণ বুক মাই শোয়ে টিকিট বুকিংয়ের সংখ্যা। এমনকী লক্ষ্মীপুজোর দিনও স্টার, অশোকা সব প্রেক্ষাগৃহে হাউসফুল শো হয়েছে। এবং সবথেকে যেটা ভালো বিষয় সেটা হল, মানুষ একবার 'বহুরূপী' দেখে সদলবলে প্রেক্ষাগৃহে ভিড় জমাচ্ছেন রিপিট ওয়াচের জন্য। হল ভিসিট করতে গিয়েও দেখেছি মানুষ আমার বলা সংলার রিপিট করছেন। এগুলোই তো পরমপ্রাপ্তি।" মূলত চোর-পুলিশ খেলার মন্ত্রণার উপর ছবির ভাবনা প্রতিষ্ঠিত। 'ব্যাঙ্ক ডাকাত' শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁকে ধরতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন 'সুপারকপ' আবির চট্টোপাধ্যায়।